বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ

(জাতীয় ভিত্তিক সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত কর্মচারী সংগঠন সমূহের সমন্বয়ে গঠিত জোট)
অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ৮/২ পশ্চিম কাফরুল, শের-ই-বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
ইমেইল- wares.07ali@gmail.com, মোবাইল নং ঃ ০১৭১১-২৩১৭৭৪, ০১৭১২১৪৯১৪৩

সূত্র :-১৪/২০২৬ তারিখ: ২০ফেব্রুয়ারী ২০২৬খ্রি:

প্রেস রিলিজ

'বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ' দেশের কর্মচারি অঙ্গনে সর্ববৃহৎ একটি পেশাজীবী সংগঠন। উক্ত সংগঠন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল দপ্তর/ প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের দপ্তর ভিত্তিক সংগঠন ও জাতীয় ভিত্তিক সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে গঠিত জোট। বর্ণিত সংগঠনের ব্যানারে ২০১৫ সালে দেয় ৮ম পে-স্কেলে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারিদের বৈষম্যের বেড়াজালে আবদ্ধ করার পর থেকেই ১ম পর্যায়ে পে-স্কেলের বৈষম্য নিরসনের জন্য আবেদন নিবেদনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেও তৎকালীন সরকারের কাছ কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এমনকি বিগত কোন সরকার উক্ত সংগঠনের সাথে আলোচনাও করেননি। অথচ বিগত বিএনপি'র সরকার ১৯৯১ ও ২০০৫ সালে সুন্দর ২(দুই) টি পে-স্কেল দিয়েছিলেন। বিগত ১১ বছর কর্মচারিরা পে-স্কেল থেকে বঞ্চিত। দ্রব্য-মূল্যের লাগামহীন উর্দ্ধগতির দরুণ জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ৬ সদস্য পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা নিয়ে কর্মচারিরা দিশেহারা।

পরবর্তীতে ২০১৯ সাল থেকে বৈষম্যহীন ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আবেদন নিবেদনসহ বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে তৎকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। এর ধারাবহিকতায় অর্ন্তবর্তীকলীন সরকারের কাছেও আবেদন নিবেদনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখি, তৎপ্রেক্ষিতে ২০২৫ সনে ৯ম পে-কমিশন গঠন করেন যার রিপোর্ট ইতোমধ্যে সরকারের কাছে প্রদান করেছেন। কিন্তু অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার পে-স্কেল প্রদানের আশ্বাস দিয়েও তা বাস্তবান করেননি।

বর্তমান সদাসয় সরকারের কাছে প্রত্যাশা দীর্ঘ ১১ বছর ধরে পে-স্কেল না হওয়া ও দ্রব্য-মূল্যের লাগামহীন উর্দ্ধগতির দরুণ জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয় বিবেচনা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বৈষম্যহীন ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়ন করবেন।

বর্ণিতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্মচারিদের বৈষম্যহীন ৯ম পে-স্কেল প্রাপ্তির বিষয় অবহিতকরণের লক্ষ্যে সংগঠনের ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ খ্রি: তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো:

(১) ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে ০৫ মার্চ ২০২৬ খ্রি: তারিখের মধ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁদের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান(জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন)।

(২) একই সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণের সাথে সাক্ষাত করে তাঁদের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করবেন।

(৩) পবিত্র মাহে রমজান মাসব্যাপী বিভাগীয় শহরগুলোতে পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে প্রতিনিধি সমাবেশ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি চলমান থাকবে।

উল্লেখ্য যে, আগামী ১৫ মার্চ ২০২৬ খ্রি: তারিখের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দৃশ্যমান কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন পরবর্তী ২৮ মার্চ ২০২৬ খ্রি: তারিখ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

শুভেচ্ছান্তে,

20.2.26
মোঃ মাহমুদুল হাসান
সদস্য সচিব
বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ
০১৭১২১৪৯১৪৩

২০/০২/২৬
মোঃ ওয়ারেছ আলী
মূখ্য সমন্বয়ক
বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ
০১৭১১২৩১৭৭৪